তিনটি সাহিত্যপত্র / দু'টি সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ
এবং রিয়াদের বাংলা স্কুলের দেয়াল পত্রিকা নিয়ে
একটি পর্যালোচনা

বহুমাত্রিক সাহিত্যপত্র। এই প্রথমবারে ঢাকা থেকে প্রকাশিত জেদ্দার **বহুমাত্রিক** সাহিত্যপত্র। যদিও সেখানে সম্পাদকের নাম পরিবর্তন হয়েছে। তাতে প্রধান সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন জেদ্দার কবি হাবিবুর রহমান। যিনি আমার ভালো বন্ধুদের একজন। সে পত্রিকায় আমার বেশ ক'টি ছড়া দিয়েছেন সদাশয় সম্পাদক। সবার যেখানে একটি করে লেখা অথচ আমার ক্ষেত্রে এমন পক্ষ-পাতিত্ব কেন বোঝতে পারিনি। তবে একটু মনোযোগ দিয়ে পত্রিকাটি পড়তে গিয়ে বোঝতে পেরেছি সম্পাদক আমার ছড়াগুলোর সম্পূর্ণ চেহারাই পাল্টে দিয়েছেন। নিজের মনগড়া কিছু অযৌক্তিক শব্দ বসিয়ে বসিয়ে আমার ছড়াগুলোর ছন্দের তাল-মাত্রারও বারোটা বাজিয়েছেন বিজ্ঞ সম্পাদক।

লেখকদের লেখায় হাত দেবার অধিকার রাখেন যে কোন প্রকাশনার বা পত্রিকার সম্পাদক। তবে যে লেখায় সম্পাদক হাত দেবেন সে সম্পর্কে সম্পাদক কতটুকু অভিজ্ঞ সেটাই দেখার বিষয়। আমার ছড়ায় হাত দেয়া দেখে মনে হয়েছে সম্পাদক একেবারেই কান্ডজ্ঞানহীন আনাড়ী। যার কোন মাত্রা জ্ঞানই নেই। এ সম্পর্কে আমার এক প্রিয় শিক্ষকের কাছে শোনা একটি গল্প পাঠকদের শোনাতে চাই। **গল্পটি হলো-** একই গ্রামের দু'টি স্বচ্ছল পরিবারের দু'টি ছেলে হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। ছেলে দু'টির নাম মফিজ এবং ছগির। তাদের স্কুলে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাতে মফিজের লেখা একটি কবিতা স্কুলের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুনাম হয়েছে মফিজের। এ খবর স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে গ্রাম পর্যন্ত এসে পৌছেছে। একদিন ছগিরের পিতা ছগিরকে ডেকে বললো- দেখ ছগির মফিজের বাপের কী আনন্দ। বাপ-মা তো সন্তানের ভালাই চায় এবং সুনাম হোক হেইটাই চায়। সে একটা কবিতা লেইখ্যা যদি এমন বাজীমাত করতে পারে তবে তুই পারছ নাই কেন্ ? তিনি আক্ষেপ করে বলেন-আসলে তোরা আমার তিনটা পোলা তিনটা গাধা হইছত। তোদের দিয়ে কোনো আশাই নাই।

এবার ছগির সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গেলো এবং ভাবলো তার বাজানের এই ধারণা পাল্টাতে তাকে কবিতা লিখতেই হবে। শুরু হলো চেষ্টা। দু'তিনদিন ভেবেচিন্তে সে লিখে ফেলে একটি কবিতা। কবিতা লেখার আনন্দে সে লাফাতে লাফাতে বাজানের কাছে ছুটে যায় এবং বলে- বাজান আপনি কইছেন না আমরা গাধা। এই দেহেন আমি কবিতা লেইখ্যা ফালাইছি। তার বাপ একটু খুশি হয়ে বললো-পইড়া হোনাওতো বাজান কী কবিতা লিখছো। ছগির এবার দরাজ ভরা কন্ঠে কবিতা পড়তে শুরু করলো- গাঁয়ের রাস্তাগুলো সরু / আমরা তিন ভাই তিনটা গরু.... !!??

আমার মনে হয়েছে সম্পাদক কোন রাজনীতির শিকার বা কারো দালালী করতে গিয়ে এমনটি করে থাকবেন। আজকাল পত্রিকাওয়ালারাতো দালালী করে করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসেছে। সে ছোঁয়া বহুমাত্রিককেও পেয়ে বসেছে হয়তো, অনুমানে তা বোঝতে পেরে স্বস্থির নিশ্বাস নিলাম..... !?

সদ্য প্রকাশিত দু'টি গ্রন্থ এলোমেলো ভাবনাগুলো (প্রবন্ধ)
মধ্যরাতের সূর্য (কাব্যগ্রন্থ)

এ দু'টি গ্রন্থের লেখক আমার ভালো বন্ধুদের একজনের লেখা কবি হাবিবুর রহমানের। গ্রন্থ দু'টির অধিকাংশ কবিতা এবং প্রবন্ধই আমার বহুবার পড়া। সুপ্রিয় পাঠক আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগার পুর্বেই আমি বিষয়টি পরিস্কার করছি। ওনার কবিতা এবং প্রবন্ধগুলো যা ওনার ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তা প্রায় সবই আমার **মরুপলাশ** এ প্রকাশিত হয়েছে। এবং কাব্য গ্রন্থটি মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স থেকে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে। যার ইন্টারনেট সংস্করণও রয়েছে। পাঠকগন ইচ্ছে করলেই তা এখনই দেখে নিতে পারেন। ***http://www.marupalash.com*** **মরুপলাশ** এর হোম পেজে যেখানে হেডলাইন রয়েছে **মরুপলাশ প্রকাশিত বই** সেখানে ক্লিক করুন। তাহলেই আপনার মনে জেগে ওঠা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। গ্রন্থদ্বয়ের লেখাগুলো **মরুপলাশ** ছাড়াও জনপ্রিয় বাংলা ওয়েব ম্যাগাজিন **সদালাপ, ভিন্নমত** এ প্রকাশিত হয়েছে **মরুপলাশ** এর সৌজন্যে। অথচ কী আশ্চর্য !! গ্রন্থের কোথাও লেখক এবং প্রকাশক একবারের জন্যেও **মরুপলাশ**কে স্মরণ করেননি !?? লেখক প্রকাশকের মানসিকতার এই দৈন্যদশা দেখে আমি চরমভাবে হোচট খেয়েছি। এই মুহূর্তে শুধু ভোলানাথের জয়গানই করতে ইচ্ছে হয়। জয় ভোলানাথ !!!!!?????

রিয়াদের বাংলা স্কুলের দেয়াল পত্রিকা সমাচার

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ এ অনুষ্ঠিত সেদিন দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ ও প্রতিযোগিতার কথাই মনে পড়ে গেল। যাতে আমি নিজে মোট ১৩টি দেয়াল পত্রিকাকে নকল দোষে দুষ্ট বলে চিহ্নিত করেছি। সেখানে একটি মেয়ে বাচ্চাকে আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি। যে ঠুনকো বাহবা কুড়াবার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই চালিয়ে আসছে। দেখেছি গত কয়েক বছর ধরেই সে স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনগুলোতে নকল কবিতা দিয়ে আসছে। টিচার বনাম বিজ্ঞ সম্পাদক(!?) অবলীলায় তা প্রকাশও করে আসছেন !? এই বাচ্চা যে

দেয়াল পত্রিকার সম্পাদক ছিলো তাতে ছিলো তার নকল লেখা। তারপরও তাকে নাকি পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই বাচ্চাকে উক্ত কাজে উৎসাহিত করার জন্যে আপনি কাকে দায়ী করবেন !?....এই বাচ্চার ভবিষ্যতই বা কী... ?!...

অভীক সাহিত্যপত্র। তিনি কবিতা লেখেন। কবিতার ভাষায় কথা বলেন। রোমান্টিক কবি তাহের ম. শায়েখ জেদ্দা প্রবাসী। শীতলক্ষার তরতরে শীতল ধারা বুকে তার বহমান। বর্তমানে তিনি অবস্থান করছেন লোহিত সাগরের পাড়ে। যেখানে রয়েছে সমুদ্রের গর্জন এবং তার উথাল-পাতাল ঢেউ। সমুদ্রের সেই ঢেউই কবিতার ঢেউ হয়ে যাকে প্রতিনিয়তই জাগায়, আবেগ আপুত করে, ভাবায়। তিনি কবি ও সম্পাদক তাহের ম. শায়েখ। যিনি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা চেতনা থেকে জন্ম দিয়েছেন একটি অনুপম কবিতাপত্র **অভীক**। যা বর্তমানে ইন্টানেট সংস্করণেও রয়েছে। যেদিন সুশোভিত একটি বড় খামে করে আমার কাছে উড়ে এলো **অভীক**। খামটি খুলেই মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর নতুন প্রকাশনার সুগন্ধ শুঁকে শুঁকে যখন মন প্রাণ ভরে উঠেছে। তারপরই কবির এই নতুন আবিস্কারের দিকে নজর দিই। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে যাই বিরামহীন। সংকলনে কবির বেশ ক'টি কবিতা রয়েছে। রিয়াদের কবি ফিরোজ খান এবং জেদ্দার আর এক কবি হাবিবুর রহমান এর কবিতাও রয়েছে। বলতে শরম লাগে! এই কবি ও সম্পাদক জনাব তাহের ম. শায়েখ আমার একগুচ্ছ ছড়া দিয়েই কেন সংকলনের শুরুটা করেছেন!? তা আমার বোধগম্য নয়।

কবির এই প্রকাশ মানসিকতার জন্যে বিশেষ করে প্রিন্ট করা যা এখানে রীতিমতো ঝুঁকিপুর্ণ অবশ্যই। তারপরও তিনি তা করেছেন। তাতে ধন্যবাদ দিতেই হয়। তিনি সাধুবাদও পাওয়ার দাবীদার। পাঠকগন বিশিষ্ট লেখক ও কলামিষ্ট নরুলাহ্ মাসুমের ওয়েব ম্যাগাজিন **স্পর্শক** থেকে কবি তাহের এর **অভীক** সংকলনটি পড়ে নিতে পারেন। তাতে সাহিত্যপ্রেমী পাঠক-পাঠিকাগন অবশ্য তৃপ্তি পাবেন বলেই আমার মনে হয়েছে।
বাঙলা নববর্ষ ১৪১২ এর যাত্রালগ্নে সবাইর প্রতি থাকলো রক্ত করবী শুভেচ্ছা।

রোদ্দুর নামের সংকলন নিয়ে কিছু কথা

জেদ্দা থেকে আর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে জনৈক বুলবুলের সম্পাদনায়। যাতে রিয়াদের লেখকদের কবিতাই সর্বত্র নজরে পড়েছে। যারা কবিতাকে ধান্দা হিসেবে নিয়েছে, যারা কবিতা লিখেন অথচ কোন নিয়মকানুনের বালাই নেই তাদের লেখায়। পড়াশোনাহীন রুগ্ন মানসিকতার এই লেখকদের হাতেই সুন্দরী কবিতারা হর-হামেশা ধর্ষিত হচ্ছে। **সুন্দরী কবিতারা হচ্ছেই ধর্ষিত !!** শিরোনামে আমার একটি ছড়া (মুলত এই শ্রেণীর লেখকদের নিয়েই লেখা) ছড়াটি পড়ে রিয়াদের সেরা রসিকজন ড. আরিফুর রহমানের মত পন্ডিত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ভাষায় - শরীয়া কোর্টে এই সুন্দরী কবিতা ধর্ষকদের বিচার হওয়া উচিত.......।

সেদিন এখানকার একজন নীরব কবি সে সংকলনটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন-ভাই এটা অবশ্যই পড়বেন। সংকলনটি দেখে এবং পড়ে বরাবরের মতোই গতানুগতিক মনে হয়েছে। তাতে আহামরি কিছু নেই। তাই আলোচনারও প্রয়োজন মনে করি না। তবে সংকলনটিতে সবচে' যেটা আমার কাছে বেশী দৃষ্টি কটু মনে হয়েছে। তাহলো **মরুপলাশ** সাহিত্যপত্রের সম্পাদকীয় উপদেষ্টা একজন কবি ও প্রাবন্ধিক, একজন গবেষক, একজন ইন্টান্যাশনাল ফিগার, আমেরিকাতে যিনি একটি বিখ্যাত কলেজের প্রফেসর ড. এ-কে আব্দুল মোমেন। তাঁর অনুমতি ছাড়াই এবং আমার সঙ্গেও কোন যোগাযোগ না করে সেই অখ্যাত লেখক-সম্পাদকের অখ্যাত সংকলনে ড. মোমেনকে আমেরিকার (!?) প্রতিনিধি বানিয়ে সস্তা মানসিকতার পাঠকদের সস্তা বাহবা কুড়াতে অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। রাম রাম!!
রোদ্দুর সংকলনের সম্পাদক এবং এর সঙ্গে সংশিষ্টদের মাঝে স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় লেখকদের মানসিকতার হুবহু ছায়া খুঁজে পেয়ে ভীষণ কষ্ট পেলাম। এতে আমার নিন্দার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে সে আশায়ই থাকলাম।

মরুপলাশ বাঙলা নববর্ষ সংখ্যা পড়ার আমন্ত্রণ দিয়ে পাঠকবন্ধুদের জানাই আগাম বাঙলা নববর্ষ ১৪১২ এর কচিপল্লব শুভেচ্ছা।

তারিখঃ মার্চ ৩১, ২০০৫ইং।
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ / রুপসী চাঁদপুর
E-mail: editor@marupalash.com
www.marupalash.com